Mahendra's
FOR MORE PRODUCTS VISIT www.mahendras.org

WBCS 2022

BENGALI

DESCRIPTIVE

LIVE 11:30 AM 27 MAY 2022

Mahendra's
FOR MORE PRODUCTS VISIT www.mahendras.org

BENGALI GRAMMAR

প্রতিবেদন রচনা

[Report Writing]

❐ **প্রতিবেদন কী?**

যে খবর সহজ সরল ভাষায় সকল শ্রেণির মানুষের বোধগম্যের উপযোগী করে পরিবেশিত হয় তাকে প্রতিবেদন বলে। সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য কোনো বিষয়কে যেমনভাবে তুলে ধরা হয় সেটাই প্রতিবেদন। ইংরেজিতে একে রিপোর্ট বলা হয়। রিপোর্ট শব্দের অর্থ—ঘটনার সহজবোধ্য প্রকাশ। বাংলায় প্রতিবেদন শব্দটির অর্থ—প্রকৃষ্ট ঘটনার বিবরণী। প্রতিবেদন যিনি রচনা করেন তাঁকে প্রতিবেদক বলা হয়। প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য—ঘটে যাওয়া ঘটনার সত্য বিষয়টি জনগণের কাছে তুলে ধরে তাদের সচেতন করা। মানুষের কাছে সংক্ষেপে কোনো বিষয়কে পাঠযোগ্যভাবে প্রকাশ করার জন্য প্রতিবেদন লেখা শিখতে হয়। প্রতিবেদন পরিবেশ, খেলাধুলা, শিল্প-সাহিত্য, দুর্ঘটনা, শিক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মেলা, কৃষি, স্বাস্থ্য, জনসেবা, রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, রাজনীতি, সোশ্যাল মিডিয়া, অপরাধমূলক, অনুসন্ধানমূলক বিষয় নিয়ে লেখা হয়। প্রতিবেদনে বর্তমান জীবনের চলমান প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। প্রতিবেদন মানুষকে মানবিকবোধে উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

❐ **প্রতিবেদনের শ্রেণিবিভাগ :**

(i) সংবাদভিত্তিক সাধারণ প্রতিবেদন
(ii) সম্পাদকীয় প্রতিবেদন
(iii) সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদন
(iv) সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন
(v) ক্রীড়া প্রতিবেদন

[পরীক্ষায় সাধারণ প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের মধ্যে যে-কোনো একটি লিখতে দেওয়া হয়।]

সংবাদভিত্তিক সাধারণ প্রতিবেদন রচনার নিয়মাবলি :

১। সাধারণ প্রতিবেদনে চারটি অংশ থাকে —

(ক) শিরোনাম, (খ) প্রতিবেদনের সূচনা, (গ) প্রতিবেদনের ব্যাখ্যা, (ঘ) প্রতিবেদনের সমাপ্তি।

২। সাধারণ প্রতিবেদনে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ আকর্ষণীয় শিরোনাম লিখতে হবে। শিরোনামের মাধ্যমে পাঠক সহজে প্রতিবেদনের বিষয় সম্পর্কে ধারণা করতে পারেন। [ইংরেজি হেডলাইনকে বাংলায় শিরোনাম বলে। শিরোনাম ৫-৭টি শব্দের মধ্যে লেখা হয়। শিরোনামের নীচে সোজা দাগ দেওয়া যেতে পারে।]

৩। প্রতিবেদনের সূচনা অংশে প্রতিবেদকের পরিচয়, স্থান ও তারিখ উল্লেখ করতে হয়। [পরীক্ষায় নিজের নাম ঠিকানার পরিবর্তে x, y, z ইত্যাদি লিখতে নির্দেশ দেওয়া থাকে। তাই বিশেষ সংবাদদাতা, নিজস্ব প্রতিনিধি ইত্যাদি লিখলে x, y, z ইত্যাদি লিখতে হবে না। যে বিষয়ে স্থান ও তারিখের প্রয়োজন হবে সেখানে স্থান ও তারিখ লিখতে হবে। যেখানে প্রয়োজন হবে না সেখানে না লিখলেও চলবে। প্রতিবেদনে ঘটনার স্থান ও তারিখ লিখতে হবে। পরীক্ষার দিনের তারিখ লেখা উচিত নয়।]

□ নিম্নলিখিত বিষয়ে ২০০ শব্দের মধ্যে একটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লিখুন : 'অনলাইন শিক্ষা শিক্ষাজগতে নতুন দিগন্ত এনেছে'

অনলাইন শিক্ষা

কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৫ সালে ১ জুলাই ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ডিজিটাল ইন্ডিয়া অভিযান শুরু করে। সম্প্রতি বিশ্বের ২১৩টি দেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিও লকডাউনের পথে হেঁটেছে। ভারতে অনলাইন শিক্ষা বিকল্প শিক্ষা হিসেবে আশার আলো দেখাচ্ছে। কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল, ট্যাব ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্লাসরুম পরিচালনা হল অনলাইন শিক্ষা। করোনা সংক্রমণ এড়িয়ে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের এর চেয়ে ভালো উপায় নেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একবিংশ শতাব্দীতে অর্থনৈতিক বিকাশে ডিজিটাল ব্যবস্থা চালিকা শক্তি হয়ে উঠছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ, ইউটিউব, জুম, গুগল মিট, স্কাইপ অ্যাপ ব্যবহার করে এই লাইভ ক্লাস করা যায়। অনলাইন ক্লাসে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক ভাব বিনিময় করতে পারেন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ডিজিটাল লাইব্রেরির সুবিধা পাওয়া যায়। প্রশ্নপত্র ও ক্লাসনোট পিডিএফ আকারে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। একজন শিক্ষক যে কোনো জায়গা থেকে অনলাইন ক্লাস পরিচালনা করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা বাড়িতে বসে লাইভ ক্লাসের আনন্দ উপভোগ করতে পারে। ভারত নেট দেশের ২.৫০ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতকে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জুড়ে গ্রামীণ এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা পৌঁছে দিয়েছে। অনলাইনকে ভবিষ্যৎ ধরে নিয়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের তৈরি করছে।

ভারতীয় সংবিধানে ২১-এ অনুচ্ছেদে ৬-১৪ বছর বয়সি শিশুদের বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। NCERT তাদের সমীক্ষায় জানিয়েছে, দেশের ২৭ শতাংশ শিক্ষার্থী অনলাইন শিক্ষা নিতে পারছে না। নাগরিক সভ্যতা থেকে বহুদূরে বিদ্যুৎহীন, ইন্টারনেটহীন গ্রামীণ সভ্যতায় আসল ভারত বসবাস করে। ভারতের গ্রামাঞ্চলে ৪০ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত আছে। করোনা পরিস্থিতিতে অনলাইন শিক্ষা জনপ্রিয় হচ্ছে। ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারের মধ্যে শিক্ষার অধিকারকে সর্বজনীন করতে গ্রামীণ এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা পৌঁছে দিতে হবে।

❐ মহামারি করোনার উপর একটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লিখুন।

মহামারি করোনা

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চিনের উহান প্রদেশ থেকে শুরু হয়ে বিশ্বের ২১৩টি দেশে করোনা মহামারির আকার ধারণ করেছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পরিসখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বে করোনা সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা আড়াই কোটি, মৃত্যু হয়েছে ৮ লক্ষ মানুষের। ভারতে আক্রান্ত ৩৫ লক্ষ, মৃত্যু হয়েছে ৬২ হাজার। কোনো অস্ত্র নয়, পারমাণবিক বোমা নয়, ক্ষুদ্র সামান্য কয়েক ন্যানোমিটারের একটি অণুজীবের কাছে সারা পৃথিবীর মানুষ আজ অসহায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পৃথিবীতে প্রতি শতকে মহামারির আবির্ভাব ঘটেছে। ১৭২০ সালে প্লেগ, ১৮২০ সালে কলেরা, ১৯২০ সালে ফ্লু-তে কোটি কোটি মানুষ মারা যায়। হু-র ডিরেক্টর জেনারেল অ্যাডহানম করোনাকে মহামারি রূপে ঘোষণা করেছেন। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের মতে, ভারতে গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হয়ে গেছে। সাতটি প্রজাতির করোনা ভাইরাস মানুষের দেহে সংক্রমিত হতে পারে। কোভিড-১৯ ভাইরাসটি প্রথমে প্রাণী থেকে মানুষে এবং এখন মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমিত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, শরীরে দুই থেকে চোদ্দো দিনের মধ্যে করোনার লক্ষণ দেখা যায়। জ্বর, কাশি, গলাব্যথা, শ্বাসকষ্ট, ঘ্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলার উপসর্গ দেখা দেয়। সম্প্রতি 'ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকল ফর কোভিড-১৯' নতুন কয়েকটি উপসর্গের কথা জানিয়েছে, এগুলি হল ক্লান্তি, ক্ষুধামান্দ্য, জ্বরহীনতা ইত্যাদি।

করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক আনতে মরিয়া বিশ্বের বিজ্ঞানীরা। করোনা সংক্রমণ রোধের একমাত্র হাতিয়ার সাবধানতা অবলম্বন ও সচেতনা বৃদ্ধি। সবসময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক ব্যবহার, স্যানিটাইজার ব্যবহার —এই নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে। করোনা ভাইরাসের ওষুধ তৈরিতে 'আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স' কাজ করছে। প্রথম করোনা ভ্যাকসিনের ছাড়পত্র দিল রাশিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রক। ভারতের তৈরি কোভিড টিকা 'কোভ্যাক্সিন' প্রথম পর্যায়ের ক্লিনিক্যালি ট্রায়ালে নিরাপদ বলে দাবি করেন বিজ্ঞানী ও গবেষকরা। আমরা আশাবাদী যে, করোনা জয় করে পৃথিবী খুব শীঘ্রই আবার সুস্থ হয়ে উঠবে।

❐ **নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে ২০০ শব্দের মধ্যে একটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লিখুন : "সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ও যুবসমাজ"** *[WBCS Exam-2019]*

সোশ্যাল মিডিয়া

বিশ্বায়নের পরবর্তী পৃথিবীতে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানের নবতম সংযোজন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এখানে বহু মানুষ তথ্য আদান-প্রদান করে জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করছে। সারাবিশ্বের অজানা বিষয় সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে মানুষের আয়ত্তে এসে যাচ্ছে। যেসব আত্মীয় বিদেশে থাকেন তাঁরা সরাসরি খবর আদান-প্রদান করতে পারেন। বলাবাহুল্য, মানুষের রাজনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গানশোনা, খেলাধুলা, বন্ধুত্ব, বিবাহ সবই সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। তাই পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার এমন মাধ্যম যুবসমাজের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আধুনিক বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর আবিষ্কার আজকের যুবসমাজকে অপরাধপ্রবণ করে তুলছে। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংকে 'সব পেয়েছির দেশ' হিসাবে ব্যবহার করতে গিয়ে তাদের অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সন্ত্রাসবাদীরা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য এই মাধ্যমকে ব্যবহার করছে। দেশের যুবসমাজ খুব সহজেই তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে। সমাজবিরোধীরা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলির মাধ্যমে অপরাধমূলক কাজকর্ম চালাচ্ছে। কখনও ব্যাংকের গ্রাহকদের গোপন কোড জেনে টাকা আত্মসাৎ করছে। যুবসমাজ মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষ ঠকানো, কাউকে কলঙ্কিত করতে মিথ্যা প্রচার হিসাবে এই মাধ্যম ব্যবহার করছে। কখনো বন্ধুত্ব করে তাদের সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য থেকে অশ্লীল ছবি পর্যন্ত ব্যবহার করছে। দেশের যুবসমাজ এই সাইট ব্যবহার করে বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক কল্পলোকের বাসিন্দা হয়ে উঠছে। সাময়িক তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষায় মানবিকবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ছে। সরকারকে সাইবার ক্রাইম রোধে কঠোর আইন প্রণয়ন করতে হবে। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং-এর সুফলকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে।

❐ পশ্চিমবঙ্গের শিশু আলয় প্রকল্প ইউনিসেফের প্রশংসা পেয়েছে, এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

শিশু আলয়ের প্রশংসায় ইউনিসেফ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১০ জানুয়ারি : সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের 'শিশু আলয়' প্রকল্পের ভূমিকার প্রশংসা করল কেন্দ্রীয় সরকার ও ইউনিসেফ। শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার ভীতি কাটাতে 'শিশু আলয়' নামে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল রাজ্য সরকার। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'শিশু আলয়' নামকরণটি করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই প্রকল্পকে সারা দেশের জন্য মডেল প্রকল্প হিসাবে তুলে ধরার কথা ভাবছে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, সারা দেশের মধ্যে প্রাথমিকভাবে এই প্রকল্প শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, অসম ও রাজস্থানে। প্রতিটি রাজ্যের ২০টি জেলায় এই প্রকল্প শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সম্প্রতি ইউনিসেফের এক সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। ইউনিসেফের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, পাঁচ রাজ্যের মধ্যে সবথেকে ভালো কাজ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গে 'শিশু আলয়'-এর সাফল্যের কারণ ব্যাখ্যা করে ইউনিসেফ জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকল্পের শুরু থেকে প্রকল্পটি জেলা সদর বা ব্লক স্তরে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছিল। এই বিষয়ে রাজ্যের শিশুকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা মন্তব্য করেছেন, "শিশু আলয় হল উন্নতমানের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। শিশুদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার পাশাপশি এখানে শিশুদের ভয় কাটিয়ে বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হয়।" শিশুরা বিদ্যালয়ে যাবার পাঠ এই 'শিশু আলয়' কেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করে।

রাজ্যের শিশুকল্যাণ মন্ত্রকের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় এক হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে 'শিশু আলয়'-এ রূপান্তরিত করা হয়েছে। রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ইউনিসেফের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি জেলা সদরে একটি মডেল 'শিশু আলয়' গড়ে তোলা হয়েছে। এই মডেলের ভিত্তিতেই প্রত্যন্ত অঞ্চলে 'শিশু আলয়' গড়ে উঠেছে। যার ফলেই পশ্চিমবঙ্গে 'শিশু আলয়'-এর কাঙ্ক্ষিত সাফল্য মিলেছে। আগামী দিনে 'শিশু আলয়' প্রকল্পকে আরও বিস্তৃত করার কথা ভাবছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের এই প্রকল্প একদিন ভারতবর্ষকে শিশু শিক্ষার নতুন পথ দেখাবে।

❐ শিশুশ্রমিক রোধের উপায় নির্দেশ করে আপনার অভিমত একটি প্রতিবেদন আকারে লিখুন।
[Clerkship Exam-2019]

শিশুশ্রমিক, বিপন্ন শৈশব

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : কবি জয় গোস্বামী দাবি করেছেন, "আমরা তো সামান্য লোক / আমাদের শুকনো ভাতে লবণের ব্যবস্থা হোক।" বর্তমান ভারতের সত্তর ভাগ সামান্য লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। তাদের পরিবারের শিশুরা দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় রুটি-রুজির তাগিদে শিশুশ্রমিকের কাজ করতে বাধ্য হয়। অপারেশন রিসার্চ গ্রুপের সমীক্ষা অনুযায়ী, সম্প্রতি ভারতে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি। এদের মধ্যে ৬০ শতাংশ শিশু কলকারখানায় কাজ করে। বাকিরা কাজ করে গৃহস্থ বাড়িতে বা খাবারের দোকানে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলিতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, সার্বিক সচেতনতার অভাব শিশুশ্রমিক সৃষ্টি করছে। ভারতীয় সংবিধানে ২৪ নং অনুচ্ছেদে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ১৪ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের কোনো কারখানা, খনি বা অন্য কোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না। রাষ্ট্রসংঘের জেনেভা সনদে শিশুদের স্বাভাবিক অধিকার ও স্বাধীনতা দিতে দশটি নীতি গ্রহণ করা হয়। রাষ্ট্রসংঘের আবেদনে ১৯৭৯ সাল থেকে, ১ জুলাই আন্তর্জাতিক শিশুদিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। বলাবাহুল্য, ভারতে ১৯৮৬ সালে শিশুশ্রমিক নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ আইন বলবৎ হয়েছে। ১৯৯৪ সালে গঠিত কেন্দ্রীয় সরকারের 'ন্যাশনাল অথরিটি অব এলিমিনেশন অব চাইল্ড লেবার' নামক সংগঠনটি শিশুশ্রমিকদের বিদ্যালয়ের পরিবেশে নিয়ে আসার উদ্যোগ নিয়েছে। ২০০৯ সালে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে আইন পাশ হয়েছে। ২০১২ সালে 'চাইল্ড লেবার প্রহিবিশন অ্যান্ড রেগুলেশন অ্যাক্ট—১৯৮৬'-কে সংশোধন করে নয়া শিশু শ্রমিক বিল পাশ হয়েছে।

ভারতীয় অর্থনীতিবিদ্ কল্যাণ মুখোপাধ্যায় এই বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, "ভারতের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি না হলে শিশুশ্রমিক রোধ করা যাবে না।" ভারত সরকার শিশুদের সর্বোচ্চ জাতীয় সম্পদ বলে ঘোষণা করেছে। অথচ ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের শৈশব অকালে ঝরে যাচ্ছে। শুধু আইন করে শিশুশ্রমিক প্রথা লোপ করা যাবে না। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের মানবিক অনুভূতি দিয়ে এই জ্বলন্ত সমস্যার সমাধান করতে হবে।

Thank you